التكبيرات الستة
فى ضوء الاثار والسنة

আত্ তাক্‌বিরাতুচ্ছিত্তাহ্
ফী দুয়ীল আ'ছারে ওয়াচ্ছুন্নাহ্

হাদীসের আলোকে হানাফীদের ঈদের নামায

লেখক

কাযী মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন আশরাফী

এম.এম, এম.এফ, এম.তফ (ফার্স্ট ক্লাস)
শায়খুল হাদিস, ছোবহানিয়া আলীয়া কামিল (এম.এ.) মাদরাসা
৩১৫, আছাদ গঞ্জ রোড, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।

: প্রকাশ কাল :
১ম প্রকাশ ১২ অক্টোবর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ
২য় প্রকাশ ১ মার্চ ২০১৫খ্রিষ্টাব্দ

: প্রকাশনায় :
আলহাজ্ব ড. প্রফেসর আ.ন.ম মুনির আহমদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
ইমাম আযম (রহ.) একাডেমী
নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।

: সর্বস্বত্ব :
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

: প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও বর্ণ বিন্যাস :
মুহাম্মদ মোরশেদুল আলম
মুদ্রণে: মনে পড়ে প্রিন্টার্স
৩১৯, আছাদগঞ্জ রোড, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।
০১৮১৩-৫৫৬২৮৯/০১৯৪৫-৭৭৮০৯৩

নিরীক্ষণে :
আলহাজ্ব আল্লামা জুলফিকার আলী চৌধুরী
উপাধ্যক্ষ, ছোবহানিয়া আলীয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

হাদিয়া- ২৫/- (পঁচিশ টাকা মাত্র)

প্রকাশকের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه والائمة المجتهدين –

একথা সর্বজন বিধিত যে, এ উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী এদেশে ইসলামের আগমণের পর থেকে আপামর মুসলিম জনসাধারণ এই মাযহাব অনুসরণ করে আসছে। ইদানিং দেখা যাচ্ছে কিছু লোক "ছহীহ" হাদিসের দোহাই দিয়ে হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন বিধান বিশেষতঃ নামাযের কিছু আহকামের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন বা দুর্বল হাদিস ভিত্তিক বলে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। তম্মধ্যে দুই ঈদের ছয় তাকবীর হল অন্যতম। এ প্রেক্ষিতে ছোবহানিয়া আলীয়া কামিল (এম.এ) মাদ্‌রাসার সুযোগ্য শায়খুল হাদিস বরেণ্য আলেমে দ্বীন আল্লামা কাযী মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন আশরাফী সাহেব হাদিসের আলোকে হানাফীদের ঈদের নামাযে ছয় তাকবীরের প্রমাণাদি উপস্থাপন করে التكبيرات الستة فى ضوء الاثار والسنة নামক যে কিতাবখানা রচনা করেছেন তা সত্যিই সময়োপযোগী আমি ইহার বহুল প্রচার মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের বিভ্রান্তির নিরসন হবে বলে দৃঢ় আশাবাদী।

আলহাজ্ব ড. প্রফেসর আ.ন.ম মুনির আহমদ চৌধুরী
বিভাগীয় প্রধান, রাজনীতি বিজ্ঞান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين واصحابه الطاهرين وعلى اتباعهم خاصة على امامنا الاعظم ابى حنيفة امام المسلمين – اما بعد

রাব্বুল আলামীন এর প্রশংসা ও রাহমাতুললীল আলামীন এর প্রতি দুরুদ সালামের পর বিজ্ঞ পাঠক সমাজের উদ্দেশ্যে আরয এ যে, এতোদিন আমাদের দেশে ইসলামের মূলধারা "আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতের" আক্বীদা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বহুমুখী ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা অব্যাহত ছিল। সাম্প্রতিক কালে মাযহাব ও তাক্বলীদ এর বিরুদ্ধে আহলে হাদিস তথা লা– মাযহাবীদের লাগামহীন বক্তব্য বিভ্রান্তিকর লেখনী আশংকা জনকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বিশেষত "ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলোর মধ্যে কয়েকটি চ্যানেল এ অপতৎপরতায় লিপ্ত। বিশ্ব মুসলিম চার মাযহাব যথাক্রমে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী – এর কোন না কোন একটির অনুসরণ করে আসছে। বাংলাদেশ হানাফী মুসলমান অধ্যুষিত দেশ বিধায়,কয়েকটি "চ্যানেল" বিশেষ করে হানাফী মুসলমাদের "নামায আদায় পদ্ধতি" নিয়ে সদা বিভ্রান্তিকর, মনগড়া, অপব্যাখ্যা ও ভিত্তিহীন বক্তব্য প্রচার করে আসছে। এতে আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ মুসলমানগণ বিশেষ করে বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে এবং বারশত বৎসরকাল থেকে চলে আসা "হানাফী মাযহাবের" ব্যাপারে তাঁদের মনে নানা প্রশ্নের অবতারণা হচ্ছে।

এ বৎসর "ঈদুল ফিতরের" আগে পবিত্র রমদান মাসে চট্টগ্রামের কোন কোন এলাকায় "লিফলেট" এর মাধ্যমে অপপ্রচার চালানো হয়েছে যে, "ছয় তাকবীর বিশিষ্ট ঈদের নামায "এর পক্ষে কোন হাদিস প্রমাণিত নেই। "আহলে হাদিস" নামধারণ করে অসংখ্যা প্রমানিত ও গ্রহণযোগ্য হাদিস অস্বীকার নিঃসন্দেহে সরলপ্রাণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্র। এর হাত থেকে মুসলমানদের ঈমান আমল রক্ষা করা সময়ের দাবী। এ দাবী পূরণে অধমের এ সামান্য উদ্যোগ। সেহাহ সিত্তা ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থ সমূহ থেকে ছয়তাকবীর বিশিষ্ট ঈদের নামায সর্ম্পকে বর্ণিত হাদিস শরীফ সমূহ পাঠক সমাজের খেদমতে পেশ করলাম।

আশা করি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ পুস্তিকা পাঠকরতঃ হানাফী মুসলমানগণ সজাগ ও সর্তক হবার সুযোগ লাভ করবেন। অসর্তকতাবশত : কোন তথ্যগত ভুল কারো দৃষ্টি গোচর হলে এ অধম কে জানিয়ে ধন্য করবেন। আমীন বেহুরমাতে হাইয়্যেদিল মুরছালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়াল আইম্মাতিল মুজতাহেদীন।

লেখক–
কাযী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী এম.এম, এম. এফ, এম. তফ (ফার্স্ট ক্লাস)
শায়খুল হাদিস, ছোবহানিয়া আলীয়া কামিল (এম.এ.) মাদ্‌রাসা
৩১৫, আছাদগঞ্জ রোড,পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।

হাদীস শরীফ নং – ১

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَابْنُ اَبِي زِيَادٍ الْمَعْنَى قَرِيْبٌ قَالاَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ عَائِشَةَ جَلِيْسٌ لِاَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ سَاَلَ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى كَانَ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا تَكْبِيْرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى كَذٰلِكَ كُنْتُ اُكَبِّرُ فِى الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اَبُوْ عَائِشَةَ وَاَنَا حَاضِرٌ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ-

ইমাম আবু দাউদ (রা.) মুহাম্মদ ইবনে আলা, ইবনু আবি যিয়াদ, যায়দ ইবনে হুবাব, আবদুর রহমান ইবনে ছাওবান, ছাওবান ও মাকহুল রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর সূত্রে বর্ণনা করেন– হযরত মাকহুল (রা.) বলেন, আমাকে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর সঙ্গী আবু আয়েশা (রা.) জানিয়েছেন যে, হযরত সাঈদ ইবনে আ'স (রা.) হযরত আবু মুছা আশ'আরী এবং হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন যে, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরের নামাযে কিভাবে তাকবীর বলতেন। তখন হযরত আবু মুছা আশ'আরী (রা.) বললেন – রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার মত চার তাকবীর বলতেন। তখন হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) বলেন– আবু মুছা আশ'আরী (রা.) সত্য বলেছেন। তখন হযরত আবু মুছা আশয়ারী (রা.) বললেন– এভাবে আমিও ঈদের নামাযে তাকবীর বলতাম যখন আমি বসরায় আমীর হিসেবে নিয়োজিত ছিলাম। হযতর আবু আয়েশা (রা.) বলেন হযরত সাঈদ ইবনে আ'স (রা.) যখন হযরত আবু মুছা আশআরী (রা.) কে জিজ্ঞেস করছিলেন তখন আমি উপস্থিত ছিলাম।

আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩ মাকতাবা–এ– রহিমীয়া দেউবন্দ কর্তৃক মুদ্রিত। প্রকাশকাল ১৩৯২হি. আউনুল ওয়াদুদ হাশীয়া –এ– আবি দাউদ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা – ১১৪। খানায়ে তেজারতে কুতুব, আরামবাগ, করাচি, পাকিস্তান।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক রাকাতে চার তাকবীর। অর্থাৎ প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা ও অতিরিক্ত তিন তাকবীর ১+৩=৪। দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পর অতিরিক্ত তিন তাকবীর ও রুকুর তাকবীর ৩+১=৪।

উপরোক্ত হিসেব পেশ করেছেন ইমাম হাফেয ইবনু হাজর আসকালানী (রা.) তিনি বলেন–

يوخذ منها ان الاربعة منها تكبيرة الاحرام والزوائد انما ثلثة-

অর্থাৎ চার তাকবীর থেকে বুঝা যাচ্ছে এতে তাকবীরে তাহরীমাও এর অন্তর্ভুক্ত।
আর অতিরিক্ত হলো তিন তাকবীর। (মিরকাত শরহে মিশকাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা– ৫৪৭)

হাদীস শরীফ নং – ২

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهٗ قَالَ فِى التَّكْبِيْرِ فِى الْعِيْدَيْنِ تِسْعُ تَكْبِيْرَاتٍ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى خَمْسُ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَبْدَأُ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا مَعَ تَكْبِيْرِ الرُّكُوْعِ وَقَدْ رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هٰذَا قَوْلُ اَهْلِ الْكُوْفَةِ وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ-

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত দুই ঈদের নামাযের তাকবীর সম্পর্কে বলেছেন যে, এতে সর্বমোট নয় (৯) তাকবীর। পাঁচ তাকবীর প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে। আর দ্বিতীয় রাকাতে প্রথমে কেরাত এর মাধ্যমে শুরু হবে। অতঃপর চার তাকবীর বলা হবে রুকু এর তাকবীর সহ। এধরণের বর্ণনা একাধিক সাহাবা রাদিআল্লাহ আনহুম থেকে বর্ণিত। এটাই কুফাবাসীর মত। এ ধরনের মত হযরত সুফিয়ান সৌরী (রা.) এর। তিরমীযি শরীফ, ১ম খন্ড,পৃষ্ঠা-৭০। প্রকাশনায় আমীন কোম্পানী, উর্দু বাজার, দিল্লী, ভারত।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদিসে প্রথম রাকাতে পাঁচ তাকবীর বলতে তাকবীরে তাহরীমা, অতিরিক্ত তিন তাকবীর ও প্রথম রাকাতের রুকু এর তাকবীর। ১+৩+১=৫। দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পর অতিরিক্ত তিন তাকবীর ও রুকু এর এক তাকবীর। ৩+১=৪। ৫+৪=৯।

আলোচ্য হাদিসের অনুবাদ পড়ে প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রথম রাকাতের কেরাতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর এর কথা বলা হয়েছে। মূলতঃ পাঁচ তাকবীরের মধ্যে যেহেতু চার তাকবীরই অর্থাৎ অধিকাংশই কেরাতের পূর্বে সেই হিসেবে বলা হয়েছে। আসলে কেরাতের পূর্বে চার তাকবীর অর্থাৎ তাকবীর এ তাহরীমা ও অতিরিক্ত তিন তাকবীর। ১+৩=৪। আর দ্বিতীয় কেরাত শেষ করে অতিরিক্ত তাকবীর তিন রুকু এর তাকবীর এক। ৩+১=৪।

হাদীস শরীফ নং – ৩

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعَاهُمْ يَوْمَ عِيْدٍ فَدَعَا الْاَشْعَرِىَّ وَابْنَ مَسْعُوْدٍ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَقَالَ اِنَّ الْيَوْمَ عِيْدُكُمْ فَكَيْفَ اُصَلِّىْ قَالَ حُذَيْفَةُ سَلِ الْاَشْعَرِىَّ وَقَالَ الْاَشْعَرِىُّ سَلْ عَبْدَ اللّٰهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ نُكَبِّرُ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَهُوَ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَةً وَيَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلٰوةَ ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَةً يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَةً يَرْكَعُ بِهَا-

ইমাম আবু জাফর তাহাভী (রা.) সুলাইমান ইবনে শোয়াইব, আবদুর রহমান ইবনে

খিয়াম, যুহাইর ইবনে মুয়াবিয়া, আবু ইসহাক, ইব্রাহিম ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে কায়াস, আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়স এর সূত্রে বর্ণনা করেন – হযরত সাঈদ ইবনে আ'স (রা.) নিম্ন বর্ণিত সাহাবাদেরকে ঈদের দিন ডাকলেন। তাঁরা হলেন – হযরত আবু মুছা আশ'আরী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রাদি আল্লাহ্ আনহুম। অতঃপর হযরত সাঈদ ইবনে আ'স (রা.) তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন – আজকে তো তোমাদের ঈদের দিন। অতএব নামায কিভাবে পড়ব বলুন তো। তখন হযরত হুযায়ফা (রা.) বললেন হযরত আবু মুছা আশ'আরী (রা.) কে জিজ্ঞেস করুন। তিনি বললেন – হযরত আবদুল্লাহ্ কে জিজ্ঞেস করুন।

তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা.) বললেন – তাকবীর বল। অতঃপর তিনি হাদিস বর্ণনা করলেন বিস্তারিত রূপে। প্রথমে এক তাকবীর বলে নামায শুরু করা হবে। অর্থাৎ তাকবীরে তাহরিমা। তারপর তিন তাকবীর বলা হবে। অতঃপর কেরাত পড়া হবে। অতঃপর একতাকবীর বলে রুকু করা হবে। তারপর সিজদা করা হবে। অতঃপর (ইমাম সাহেব) দাঁড়াবেন এবং কেরাত পড়বেন। তারপর তিন তাকবীর বলবে। অতঃপর এক তাকবীর বলে রুকু করবে। তাহাভী শরীফ, ২য় খন্ড,পৃষ্ঠা–৪০১। প্রকাশনায় আল মাতবাউল ইসলামী, লাহোর, প্রকাশ কাল ১৩২৮ হি.।

হাদিস শরীফ নং–৪

حدثنا ابو بكرة قال حدثنا مؤمل قال سفيان عن ابي إسحاق عن عبد الله بن ابي موسى عن عبد الله رضى الله عنه فى التكبير يوم العيد فذكر نحو ذالك–

ইমাম তাহাভী (র.) আবু বকরা, মুয়াম্মল, সুফিয়ান, আবু ইসহাক , আবদুল্লাহ ইবনে আবি মুছা ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাদি আল্লাহ আনহুম এর সূত্রে উপরোক্ত নিয়মে বর্ণনা করেছেন। (তাহাভী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা– ৪০১)

হাদীস শরীফ নং – ৫

حدثنا ابو بكرة قال حدثنا ابو داؤد قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن حماد عن ابراهيم عن علقمة بن قيس قال خرج الوليد بن عقبة بن ابي معيط على ابن مسعود وحذيفة والاشعري رضى الله عنهم فقال ان العيد غدا فكيف التكبير فقال ابن مسعود رضى الله عنه فذكر نحو ذالك وزاد فقال الاشعرى وحذيفة رضى الله عنهما صدق ابو عبد الرحمن–

ইমাম তাহাভী (র.) হযরত আবু বকরা, আবু দাউদ, হিশাম ইবনে আবি আবদিল্লাহ হাম্মাদ, ইবরাহিম ও আলকামা ইবনে কায়স রাদিআল্লাহ্ আনহুম এর সূত্রে বর্ণনা করেন– হযরত আলক্বামা ইবনে কায়স (র.) বলেন– ওয়ালিদ ইবনে ওকবা বের হয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ, হযরত ওযায়ফা ইবনে ইয়ামান হযরত আবু মুছা আশআরী রাদিআল্লাহ্ আনহুম এর নিকট এসে বললেন– নিশ্চয় আগামী কাল ঈদ। অতএব,

তাকবীর কিভাবে বলা হবে। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ উপরোক্ত নিয়মে বর্ণনা দিলেন। বর্ণনাকারী এতটুকু বৃদ্ধি করলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (র.) এর বর্ণনার পর হযরত আবু মুছা আশয়ারী এবং হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রাদিআল্লাহু আনহুমা বললেন– আবু আবদির রহমান অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (র.) সত্য বলেছেন। (তাহাভী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা –৪০১)

আলোচ্য হাদিস শরীফ দ্বারা ও ঈদের নামাযের ছয় তাকবীর প্রমাণিত।

হাদীস শরীফ নং – ৬

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَدْ حَدَّثَانَا قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ اَنَّ الْقَاسِمَ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيْدٍ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَاَرْبَعًا – ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِيْنَ انْصَرَفَ فَقَالَ لَاتَنْسَوْا كَتَكْبِيْرِ الْجَنَائِزِ وَاَشَارَ بِاَصَابِعِهِ وَقَبَضَ اِبْهَامَهُ–

فَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنُ الْاِسْنَادِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ وَيَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ وَالْوَضِينُ وَالْقَاسِمُ كُلُّهُمْ اَهْلُ رِوَايَةٍ مَعْرُوْفُوْنَ بِصِحَّةِ الرِّوَايَةِ لَيْسَ كَمَنْ رَوَيْنَا عَنْهُ الْاٰثَارَ الْاُوَلَ–

ইমাম তাহাভী (র.) আলী ইবনে আবদির রহমান, ইয়াহইয়া ইবনে ওছমান, আবদুল্লাহ ইবনে ইউছুপ, ওয়াদীন ইবনে আতা, কাছেম আবু আবদির রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর সূত্রে বর্ণনা করেন –হযরত কাছেম আবু আবদির রহমান(র.) বলেন– আমাকে সাহাবা কেরাম এর একজন বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ঈদের দিন নামায আদায় করেছেন। এতে (প্রত্যেক রাকাতে) চার তাকবীর করে বলেছেন। অতঃপর নামায শেষে আমাদের দিকে মুখ করে বললেন– তোমরা ভুলে যেয়োনা। ঈদের নামাযের তাকবীর হলো জানাযার তাকবীরের মত। আর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলু মুবারক গুটিয়ে নিয়ে অবশিষ্ট চার আঙ্গুল মুবারক দ্বারা ইশারা করলেন।

ইমাম তাহাভী (র.) বলেন– এ হাদিসটি সনদ বা বর্ণনাসূত্রের দিক থেকে 'হাসান' আর আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ, ইয়াহইয়া ইবনে হামযা, ওয়াদীন ও কাছেম সকলে হাদিস বিশারদ সহীহ বর্ণনার ক্ষেত্রে পরিচিত। তাঁরা ওদের মত নন, যাঁদের থেকে প্রথম রেওয়ত সমূহ বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ যে সব হাদিসে ছয় তাকবীর এর অধিক তাকবীর এর বর্ণনা রয়েছে। ঐ সব হাদিসের বর্ণনাকারীদের তুলনায় ছয়তাকবীরের বর্ণনাকারীগণ হাদিস শাস্ত্রে অধিকতর পারদর্শী ও গ্রহণযোগ্য। (তাহাভী শরীফ – ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা– ৪০০)

বি:দ্রঃ আলোচ্য হাদিস শরীফের ক্ষেত্রে কেউ এ আপত্তি উত্তাপন করতে পারে যে, এখানে

"সাহাবীদের একজন" উনি কে বা উনার পূর্ণ পরিচয় নেই বিধায় "বর্ণনাকারী অজানা" হবার কারণে হাদিসটি "দয়ীফ" বলে বিবেচিত হবে। উত্তরে বলা হবে- হাদিস বিশারদগণ একমত যে, الصحابة كلهم عدول অর্থাৎ সকল সাহাবী আদেল। অর্থাৎ নির্ভর যোগ্য হবার গুনাবলীতে সকলে গুণান্বিত। সুতরাং, আপত্তি কোন সাহাবীর বেলায় প্রযোজ্য নয়।

<u>হাদিস শরীফ নং - ৭</u>

مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الْجُوزَجَانِيُّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُوْلًا يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عَائِشَةَ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَا اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَاَلَهُمَا كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى اَرْبَعًا تَكْبِيْرَةً عَلَى الْجَنَائِزِ وَصَدَّقَهُ حُذَيْفَةُ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى كَذٰلِكَ كُنْتُ اُكَبِّرُ لِاَهْلِ الْبَصْرَةِ اِذْ كُنْتُ اَمِيْرًا عَلَيْهِمْ-

ইমাম তাহাবী (রা.) মুহাম্মদ ইবনে আহমদ জোযজানী, গাসসান ইবনে রবী, আবদুর রহমান ইবনে ছাবিত ইবনে ছাউবান। ছাবিত ইবনে ছাউবান এর সূত্রে বর্ণনা করেন- হযরত ছাবিত ইবনে ছাউবান (রা.) বলেন- তিনি হযরত মাকহুল (রা.) কে বলতে শুনেছেন যে, নিশ্চয় সাঈদ ইবনে আ'স (রা.) হযরত আবু মুছা আশ'আরী ও হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) কে ডাকলেন এবং তাঁদের নিকট জিজ্ঞেসা করলেন যে, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের নামাযে কিভাবে তাকবীর বলতেন। তখন হযরত আবু মুছা আশ'আরী বললেন - তিনি জানাযার নামাযের তাকবীরের মত তাকবীর বলতেন। আর হযরত হুযায়ফা (রা.) হযরত আবু মুছা আশ'আরী (রা.) এর বক্তব্যের সত্যায়ন করলেন। অত:পর হযরত আবু মুছা আশআরী (রা.) বলেন - আমি অনুরূপ তাকবীর বলতাম বসরা বাসীদের নিয়ে যখন আমি তাদের আমীর ছিলাম। (তাহাভী শরীফ, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা- ৪০০)

আলোচ্য হাদিসের ব্যাখ্যা প্রথম হাদিসে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য হাদিস শরীফের বর্ণনাকারীদের অন্যতম একজন হযরত আবদুর রহমান ইবনে ছাবেত ইবনে ছাওবান (রা.) কেউ আপত্তি তুলতে পারেন যে, ওনাকে হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রা.) "দয়ীফ" বা দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন বিধায়, আলোচ্য হাদিসটি "দয়ীফ"বা দুর্বল সূত্রে বর্ণিত।

এর উত্তরে বলা হবে যে, প্রথমত: আলোচ্য বর্ণনাকারী সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ (রা.) ও ইমাম মুনযেরী (রা.) নিরব থেকেছেন। এ সম্পর্কে মোল্লা আলী ক্বারী (রা.) বলেন - سكوت ابي داؤد والمنذري تصحيح او تحسين منهما

অর্থাৎ ইমাম আবু দাউদ (রা.) "সুনানে আবি দাউদে" হযরত আবদুর রহমান (র.) এর সূত্রে বর্ণনা করে তাঁর সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। অনুরূপভাবে ইমাম মুনযেরী (র.) তাঁর 'মুখতাছারে'। হাদীস শাস্ত্রের এ দুই অভিজ্ঞ ইমাম এর নিরবতা হাদীসটি 'সহীহ' বা 'হাসান' হবার প্রমাণ বহন করে। (মিরকাত, ৩য় খন্ড,পৃষ্ঠা– ৫৪৭) দ্বিতীয়তঃ তাঁর সম্পর্কে ইমাম ইবনে মুঈন (রা.) এর মন্তব্য ভিন্ন ধরণেরও বর্ণিত। যথা – ইমাম ইবনুত তুরকুমানী (রা.) বলেন – – قال صاحب الكمال قال عباس ماذكر ابن معين الابخير وفى رواية ليس به بأس অর্থাৎ ইমাম ইবনে মুঈন (রা.) তাঁকে ভাল হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। অন্য বর্ণনায় তার মত হলো হযরত আবদুর রহমান (রা.) এর মধ্যে কোন অসুবিধা ও আপত্তিজনক বিষয় বিদ্যমান নেই। অনুরূপ মন্তব্য ইমাম ইবনুল মদীনী, ইমাম আবু যুরআ ও ইমাম আহমদ ইবনে আবদিল্লাহ (রা.) এর, ইমাম আবু হাতেম (রা.) বলেন তিনি مستقيم الحديث অর্থাৎ তাঁর রেওয়াত গ্রহণ যোগ্য।

وقال المزى وثقه دحيم وغيره অর্থাৎ হযরত আবদুল রহমান (র.) সম্পর্কে ইমাম মিযযী (রা.) বলেন– তাঁকে ইমাম দুহাইম ও অন্যরা নির্ভর যোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। (আল জাওহারুন্নকী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা – ২৯০)

হাদিস শরীফ নং – ৮

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَخَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْعِيدِ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ–

হযতর ইমাম তাহাভী (র.) হযরত ইবরাহীম ইবনে মারযুক, আবদুস ছামাদ ইবনে আবদিল ওয়ারেছ, শো'বা, কাতাদা, খালিদ আল হাযযা ও আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর পেছনে ইকতেদা করে ঈদের নামায আদায় করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (র.) চার তাকবীর বলেছেন, তারপর কেরাত পড়েছেন। অতঃপর তাকবীর বলে রুকু করে প্রথম রাকাত শেষ করতঃ দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়িয়েছেন। অতঃপর কেরাত পড়েছেন। তাঁরপর তিন তাকবীর বলেছেন। তৎপর তাকবীর বলে রুকুতে গিয়েছেন এবং রাকাত শেষ করে উঠেছেন। শরহে মা'আনিল আছার (তাহাভী শরীফ) ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা – ৪০১।

باب صلاة العيدين كيف التكبير فيها

হাদীস শরীফ নং –৯

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْمُخَارِقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْأُولَى خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ وَبِتَكْبِيرَةِ الْاِسْتِفْتَاحِ–

হযরত ইমাম আবদুর রাযযাক ইবনুল জুরাইজ, আবদুল করিম ইবনে মুখারেক, ইবরাহীম

নাখয়ী, আলক্বামা ইবনে কায়স, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে বর্ণনা করেন- (ঈদের নামাযের) প্রথম রাকাতে রুকু এবং তাকবীরে তাহরীমাসহ পাঁচ তাকবীর। দ্বিতীয় রাকাতে রুকু এর তাকবীর সহ চার তাকবীর।

মুছান্নাফে আবদির রায্যাক, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা -২৯২ باب التكبيرة فى الصلاة يوم العيد হাদীস নং ৫৬৮৫। আলোচ্য হাদীসে প্রথম রাকাতে পাঁচ তাকবীর। তাকবীরে তাহরীমা -১। অতিরিক্ত তাকবীর -৩, রুকু এর তাকবীর -১। ১+৩+১=৫। দ্বিতীয় রাকাতে চার তাকবীর অতিরিক্ত ৩ ও রুকু এর ১ তাকবীর ৩+১=৪।

হাদীস শরীফ নং -১০

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ اِبْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْعِيْدِ تِسْعًا تِسْعًا اَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ وَفِى الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ فَاِذَا فَرَغَ كَبَّرَ اَرْبَعًا ثُمَّ رَكَعَ-

হযরত ইমাম আবদুর রায্যাক -সুফিয়ান ছৌরী, আবু ইছহাক, আলক্বামা ও আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) দুই ঈদের নামাযে নয়টি করে তাকবীর আদায় করতেন। চারটি কেরাতের পূর্বে (অর্থাৎ প্রথম রাকাতে) অত:পর তাকবীর বলে রুকু করতেন। দ্বিতীয় রাকাতে প্রথমে কেরাত পড়তেন। কেরাত শেষ করে চার তাকবীর বলে রুকু করতেন।

মুছান্নাফে আবদির রায্যাক, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা - ২৯৩।

আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত ঈদের নামাযে নয় তাকবীর। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা-১, অতিরিক্ত তাকবীর -৩, রুকু এর তাকবীর -১। ১+৩+১=৫।

দ্বিতীয় রাকাতে অতিরিক্ত -৩, রুকুর তাকবীর -১, ৩+১=৪। ৫+৪=৯।

আলোচ্য হাদীস দ্বারাও ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর এর সংখ্যা সর্বমোট ৬ বলে প্রমাণিত হল।

হাদীস শরীফ নং - ১১

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَاَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ فَسَاَلَهُمَا سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيْرِ فِى الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى فَجَعَلَ هٰذَا يَقُوْلُ سَلْ فُقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ سَلْ هٰذَا لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَسَاَلَهُ فَقَالَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْمُ فِى الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ-

হযরত ইমাম আবদুর রায্যাক মা'মার, আবু ইছহাক, আলক্বামা ও আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

মসউদ (রা.) বসা ছিলেন আর তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান ও হযরত আবু মুছা আশ'আরী রাদিআল্লাহু আনহুমা। তখন হযরত সাঈদ ইবনে আ'স (রা.) (শেষোক্ত) দু'জন এর নিকট ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এর নামাযের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হযরত আবু মুছা আশআরী (রা.) বলতে লাগলেন ওনাকে অর্থাৎ হযরত হুযায়ফা (রা.) কে জিজ্ঞেস করুন। তখন হযরত হুযায়ফা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) এর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন – ওনাকে জিজ্ঞেস করুন। তখন তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ বললেন (প্রথম রাকাতে) চার তাকবীর বলবে, তারপর কেরাত পড়বে, তৎপর তাকবীর বলে রুকু করে রাকাত শেষ করবে। তারপর দ্বিতীয় রাকাতে দাড়িয়ে কেরাত পড়বে। তারপর চার তাকবীর বলবে কেরাত শেষ করার পর।

মুছান্নাফে আবদির রাযযাক –৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯৩ باب التكبير في الصلاة يوم العيد
হাদিসনং ৫৬৮৭, আলোচ্য হাদিস শরীফে প্রথমে চার তাকবীর। তাকবীরে তাহরীমা –১, অতিরিক্ত –৩, ১+৩=৪। দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পর চার তাকবীর অতিরিক্ত তাকবীর –৩, রুকু এর তাকবীর –১, ৩+১=৪। সর্বমোট অতিরিক্ত তাকবীর –৬।

হাদীস শরীফ নং– ১২

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَهُ مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيرَ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ خَمْسٌ فِي الْأُولَى وَأَرْبَعٌ فِي الْآخِرَةِ وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ–

হযরত ইমাম ইবনু আবি শায়বা– হুশায়ম, মুজালিদ, শা'বী ও হযরত মাসরুক রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে বর্ণনা করেন। হযরত মাসরুক (রা.) বলেন– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) দুই ঈদের তাকবীর নয়টি করে আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন। প্রথম রাকাতে পাঁচ তাকবীর এবং শেষ রাকাতে চার তাকবীর। আর তিনি দুই রাকাতে কেরাতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেন। অর্থাৎ প্রথম রাকাত শেষ হতো কেরাতের মাধ্যমে আর দ্বিতীয় রাকাত শুরু হতো কেরাতের মাধ্যমে।

মুছান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭২, হাদিস নং ৫৭৪৬।

আলোচ্য হাদীস শরীফে বর্ণিত নয় তাকবীর এর হিসেব নিম্নরূপঃ

প্রথম রাকাতে তাকবীর তাহরীমা–১, অতিরিক্ত তাকবীর –৩, রুকু এর তাকবীর –১, ১+৩+১=৫। দ্বিতীয় রাকাতে অতিরিক্ত –৩,রুকু এর –১। ৩+১=৪।

আলোচ্য হাদীস শরীফ দ্বারা ও প্রমাণিত হল যে, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর সর্বমোট – ৬।

হাদীস শরীফ নং – ১৩

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ شَهِدَ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ اَرْسَلَ اِلَى اَرْبَعَةِ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَسَاَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيْرِ فِى الْعِيْدِ فَقَالُوْا ثَمَانُ تَكْبِيْرَاتٍ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ صَدَقَ وَلٰكِنَّهُ اَغْفَلَ تَكْبِيْرَةَ فَاتِحَتِهِ الصَّلٰوةِ-

হযতর ইমাম ইবনু আবি শায়বা (র.) হুশায়ম,ইবনু আউন ও মাকহুল (র.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন – তিনি (হযরত মাকহুল (র.) বলেন আমাকে এমন ব্যক্তি খবর দিয়েছেন যিনি হযরত সাঈদ ইবনে আ'স (র.) এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এমন চার জন সাহাবা যাঁরা 'বায়আতুর' রিদুয়ানে' শামিল ছিলেন। তাঁদের নিকট লোক পাঠিয়ে ঈদের তাকবীর সম্পর্কে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেছেন। তাঁরা (ঐ চারজন সাহাবা) বললেন– ঈদের নামাযে আট তাকবীর। তখন আমি এটা হযরত আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে সি'রীন (র.) এর নিকট আলোচনা করলে তিনি বললেন– বর্ণনাকারী সত্য বলেছেন। তবে তিনি তাকবীরে তাহরীমা এর কথা ভুলে গিয়েছেন। অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমাসহ তাকবীরের সংখ্যা হবে ৯টি।

আলোচ্য হাদিস শরীফ দ্বারাও প্রমাণিত হলো যে, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর ৬টি।

মুছান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭২, হাদীস নং ৫৭৪৫।

باب فى التكبير فى العيدين واختلافهم فيه

ফতহুল কদীর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা – ৭৬।

আল জাওহারুন নকী মাআস্‌সুনানিল কুবরা লিল বায়হাকী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা – ২৯০।

প্রকাশক – দারুল মা'রেফাত, বৈরুত, লেবনান।

আলোচ্য হাদীস শরীফ সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন উত্তাপন করতে পারে যে, اخبرنى من شهد سعيد بن العاص অর্থাৎ হযরত মাকহুল (র.) বলছেন যে, আমাকে এমন ব্যক্তি জানিয়েছেন যিনি হযরত সাঈদ ইবনে আ'স (র.) চার সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহুম এর নিকট প্রশ্ন করার সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কে তা অজানা বিধায়, হাদিসের বর্ণনা সূত্র দুর্বল হিসেবে বিবেচিত হবে।

এর উত্তর হলো ঐ ব্যক্তি হলেন হযরত আবু আয়েশা (র.) যেমন সুনানে আবি দাউদ, শরহে মা'আনিল আসার ও আস্‌সুনানুল কুবরা এর বর্ণনায় স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে।

হাদীস শরীফ নং – ১৪

حَدَّثَنَا اَبُوْ زَكَرِيَا بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ الْمُزَكِّىْ اَنْبَانَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ اَنْبَانَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ اَنْبَانَا مِسْعَرٌ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ كَرْدُوْسٍ قَالَ قَدِمَ سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ قَبْلَ الْاَضْحٰى فَاَرْسَلَ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَاِلَى اَبِىْ مُوْسٰى وَاِلَى اَبِى

مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيَّ فَسَأَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيْرِ قَالَ فَقَذَفُوْا بِالْمَقَالِيْدِ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ تَقُوْمُ فَتُكَبِّرُ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تَرْكَعُ فِي الْخَامِسَةِ ثُمَّ تقوم فتقرأ ثم تكبر اربع تَكْبِيْرَاتٍ فَتَرْكَعُ بِالرَّابِعَةِ-

হযরত ইমাম হাফেয আবু বকর আহমদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী বায়হাকী (রা.) হযরত আবু যাকারিয়া ইবনে আবি ইসহাক আলমুযাক্কী, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে এয়াকুব, মুহাম্মদ ইবনে আবদিল ওয়াহ্হাব, জাফর ইবনে আউন, মিস'আর মা'বাদ ইবনে খালেদ ও কুরদুছ রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে বর্ণনা করেন হযরত কুরদুছ (রা.) বলেন– হযরত সাঈদ ইবনে আ'স (রা.) ঈদুল আযহা এর পূর্বে আগমন করলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ, হযরত আবু মূছা আশ'আরী ও হযরত আবু মসউদ আনসারী রাদিআল্লাহু আনহুম এর নিকট লোক পাঠিয়ে ঈদের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন শেষোক্ত দু'জন সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) এর দিকে নিক্ষেপ করলেন। অর্থাৎ এ বিষয়ে ওনাকেই জবাব দিতে বললেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) বললেন– আপনি নামাযে দাঁড়াবেন, তারপর চার তাবকীর বলবেন। অতঃপর কেরাত পড়বেন এবং পঞ্চম তাকবীর বলে রুকু করবেন। তারপর (প্রথম রাকাত শেষ করে) দাঁড়াবেন। তৎপর কেরাত পড়বেন। অতঃপর চার তাকবীর বলবেন। চতুর্থ তাকবীর এর মাধ্যমে রুকু করবেন। আসসুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী (রা.) ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা – ২৯০ ও ২৯১। প্রথম রাকাতে চার তাকবীর – তাকবীরে তাহরীমা –১, অতিরিক্ত তাকবীর –৩ পঞ্চম তাকবীর রুকু এর। ১+৩+১=৫। দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পর চার তাকবীর। অতিরিক্ত তাকবীর –৩, রুকু এর তাকবীর –১। ৩+১=৪। এতেও প্রমাণিত হলো যে, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর ৬টি।

হাদীস শরীফ নং– ১৫

اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَلِيٍّ الرُّوْذْبَارِيُّ اَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ثَنَا اَبُوْدَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ اَبِيْ زِيَادٍ الْمَعْنٰى قَرِيْبٌ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ عَائِشَةَ جَلِيْسٌ لِاَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ اَبَامُوْسٰى وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى كَانَ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا تَكْبِيْرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ وَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى كَذٰلِكَ كُنْتُ اُكَبِّرُ بِالْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ قَالَ وَقَالَ اَبُوْ عَائِشَةَ وَاَنَا حَاضِرٌ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ –

হযরত ইমাম বায়হাকী (র.) আবু আলী রুযবারী, ইবনে বকর, আবু দাউদ, মুহাম্মদ ইবনে আলা, ইবনু আবি যিয়াদ, যায়দ ইবনে হুবাব, আবদুর ইবনে ছাউবান, ছাউবান ও মাকহুল রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে বর্ণনা করেন- হযরত মাকহুল বলেন আমাকে আবু হুরায়রা (র.) এর সঙ্গী আবু আয়েশা জানিয়েছেন যে, নিশ্চয় হযরত সাঈদ ইবনে আ'স (র.) হযরত আবু মুছা আশ'আরী (র.) ও হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (র.) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন যে, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরের নামাযে কিভাবে তাকবীর বলতেন। তখন হযরত আবু মুছা আশআরী (র.) বললেন যেভাবে জানাযার নামাযে তাকবীর বলতেন। তখন হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (র.) বললেন হযরত আবু মুছা আশ'আরী (র.) সত্য বলেছেন। আর হযরত আবু মুছা আশ'আরী (র.) বলেন - আমি বসরায় আমীর থাকা অবস্থায় ঐভাবেই তাকবীর বলতাম। আর হযরত আবু আয়েশা (র.) বলেন- আমি তখন হযরত সাঈদ ইবনে আ'স এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। আলোচ্য হাদীস শরীফ এর ব্যাখ্যা প্রথম হাদীসে দেখুন।
আস্‌সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী , ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা - ২৮৯ ও ২৯০।

হাদিস শরীফ নং -১৬

عَلْقَمَةُ وَالْاَسْوَدُ اَنَّ اِبْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَاَبُوْ مُوْسٰى سَأَلَهُمْ سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيْرِ فِى الْعِيْدِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَلِ الْاَشْعَرِيَّ فَقَالَ سَلْ عَبْدَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ اَقْدَمُنَا وَاَعْلَمُنَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ كَانَ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ فَيَقُوْمُ اِلَى الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ-

ইমাম আবদুর রাযযাক (রা.) হযরত আলকামা এবং আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ এর সূত্রে বর্ণনা করেন - তাঁরা বলেন একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) বসা ছিলেন। আর তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান এবং হযরত আবু মুছা আশ'আরী (রা.)। তখন হযরত সাঈদ ইবনে আস (রা.) তাঁদেরকে ঈদের নামাযের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (র.) বললেন - হযরত আবু মুছা আশ'আরী (রা.) এর নিকট জিজ্ঞেস করুন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি (হযরত আবু মুছা আশ'আরী (রা.) বললেন- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) কে জিজ্ঞেস করুন । কেননা তিনি আমাদের চেয়ে প্রবীন এবং অধিকতর জ্ঞানী । তখন হযরত সাঈদ ইবনে আ'স (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) বললেন - রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার তাকবীর বলতেন। তারপর কেরাত পড়তেন এবং তাকবীর বলে রুকু করতেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়াতেন। অতঃপর কেরাত পড়তেন। তারপর চার তাকবীর বলতেন কেরাত শেষ করার পর।
আত্‌তা' লীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুয়াত্তাল ইমাম মুহাম্মদ,পৃষ্ঠা -১৩৮

হাদিস শরীফ নং –১৯

وَقَالَ اَيْضًا ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْعِيْدِ تِسْعًا فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ–

হযরত ইমাম ইবনু আবি শায়বা (রা.) ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ,আশআছ ও মুহাম্মদ ইবনে শিরীন রাদিআল্লাহু আনহুম এর সুত্রে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ঈদের নামাযে নয় তাকবীর বলতেন। অত:পর আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) এর হাদিসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ।

আসসুনানুল কুবরা মা'আল জাওহারুন্নকী, ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা–২৯০।

আলোচ্য হাদিস শরীফ দ্বারা এ প্রমানিত হয় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খাদেম হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) ও ঈদের নামাযে নয় তাকবীর বলতেন। প্রথম রাকাতে ৫তাকবীর । তাকবীরে তাহরীমা –১ অতিরিক্ত তাকবীর ৩, রুকু এর তাকবীর – ১। ১+৩+১=৫ । দ্বিতীয় রাকাতে ৪ তাকবীর । অতিরিক্ত তাকবীর – ৩ রুকু এর তাকবীর ১। ৩+১=৪।

হাদিস শরীফ নং – ২০

وَقَالَ اَيْضًا ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَا تِسْعُ تَكْبِيْرَاتٍ وَيُوَالِى بَيْنَ الْقِرَأَتَيْنِ–

ইমাম ইবনে আবি শায়বা (র.) হযরত আবু উসামা, সাঈদ ইবনে আবি আরোভা, কাতাদা, জাবের ইবনে আবদিল্লাহ, সাঈদ ইবনে মুছায়্যাব (র.) এর সুত্রে বর্ণনা করেন শেষোক্ত দুজন বলেন– ঈদের নামাযে তাকবীর নয়টি এবং কেরাতের মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেন । আসসুনানুল কুবরা মা'আল জাওয়াহারুননকী, ৩য় খন্ড ,পৃঃ ২৯০।

হাদিস শরীফ নং – ২১

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِى الْوَلِيْدِ ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِى صَلَاةِ الْعِيْدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيْرَاتٍ وَّوَالٰى بَيْنَ الْقِرَأَتَيْنِ وَشَهِدْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَعَلَ ذَالِكَ اَيْضًا – فَسَأَلْتُ خَالِدًا كَيْفَ فَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَفَسَّرَ لَنَا كَمَا صَنَعَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فِى حَدِيْثِ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِىِّ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ سَوَاءً هٰذِهِ شَوَاهِدُ لِرِوَايَةِ ابْنِ ثَوْبَانَ –

ইমাম আবদুর রাযযাক (রা.) হযরত ঈসমাঈল ইবনে আবিল ওয়ালিদ, খালেদ আল হাযযা ও আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ রাদিআল্লাহু আনহুম এর সুত্রে বর্ণনা করেন। তিনি (হযরত

আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ) বলেন আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে দেখেছি তিনি বসরায় ঈদের নামাযে নয় তাকবীর বলেছেন এবং দুই রাকাতের কেরাতে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। আর হযরত মু'গীরা ইবনে শো'বা (রা.)ও ঐভাবে ঈদের নামায আদায় করতে দেখেছি। হযরত ইসমাঈল ইবনে আবিল ওয়ালিদ (রা.) বলেন আমি খালেদ আল হাযযা (রা.) কে জিজ্ঞেস করেছি – হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কিভাবে আদায় করেছেন। তখন তিনি বিস্তারিত ভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করত: বললেন যেভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) করেছেন, যা হযরত মা'মার ও ছৌরি এর সূত্রে আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত আছে। এতে বর্ণনায়, কোন তারতম্য নেই। এসব হাদিস ইবনে হাউবান (রা.) এর বর্ণিত হাদিসের জন্য একাধিক "শাহেদ" হিসেবে বিবেচিত। আসসুনানুল কুবরা মা'আল জাওয়াহারুননকী, ৩য় খন্ড,পৃষ্ঠা–২৯১। শাহেদঃ অভিন্ন মূল বক্তব্য সম্বলিত দুইজন সাহাবী থেকে একাধিক বা বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত "হাদিস" কে "শাহেদ" বলা হয়।

হাদিস শরীফ নং – ২২

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَيْضًا فِىْ ذَالِكَ مِنْ قَوْلِهٖ مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهٗ قَالَ مَنْ شَاءَ كَبَّرَ سَبْعًا وَمَنْ شَاءَ كَبَّرَ تِسْعًا وَاحْدٰى عَشْرَةَ وَثَلٰثَ عَشْرَةَ-

হযরত ইমাম তাহাবী (রা.) আবু বকরা, রূহ, সাঈদ, কাতাদা ও ইকরামা রাদিল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন – তিনি বলেন যে ইচ্ছে করবে (ঈদের নামাযে) সাত তাকবীর বলবে আর যে ইচ্ছে করে নয় তাকবীর, এগার তাকবীর ও তের তাকবীর বলবে। (তাহাভী শরীফ ২য় খন্ড,পৃঃ ৪০১) আলোচ্য হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, বর্ণিত সংখ্যার যে কোন একটি মোতাবেক আমল করলেই আদায় হবে।

হাদিস শরীফ নং ২৩

وَرَوَى الطَّبَرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ عَنْ كُرْدُوْسٍ قَالَ اَرْسَلَ الْوَلِيْدُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَحُذَيْفَةَ وَاَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ وَاَبِىْ مَسْعُوْدٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا عِيْدٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَكَيْفَ الصَّلٰوةُ فَقَالُوْا اِسْاَلْ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَسَاَلَهٗ فَقَالَ سَلْ بِقَوْمٍ فَيُكَبِّرُ اَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَاُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا يَرْكَعُ فِىْ اٰخِرِهِنَّ فَتِلْكَ تِسْعٌ فِى الْعِيْدَيْنِ فَمَا اَنْكَرَهٗ اَحَدٌ مِنْهُمْ-

হযরত ইমাম আবুল কাছেম তাবরানী(রা.) তাঁর সংকলিত "আলমু'জামুল কবীর" এ হযরত কুরদুছ (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন – তিনি বলেন ওয়ালীদ ইবনে ওকবা লোক

পাঠালেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ(রা.) হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, হযরত আবু মুছা আশ'আরী ও হযরত আবু মসউদ আনসারী রাদিআল্লাহ আনহুম এর নিকট এশার পরে – অত:পর বললেন নিশ্চয় এটা মুসলমানদের ঈদ। অতএব, ঈদের নামায কিভাবে পড়বে। তখন উপস্থিত সবায় বললেন আবু আবদির রহমান অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কে জিজ্ঞেস করুন। তখন তাঁর নিকট প্রশ্ন করলেন। অত:পর তিনি বললেন –ইমাম সাহেব দাড়াঁবেন এবং চার তাকবীর বলবেন। তারপর সূরা ফাতেহা পাঠ করবেন এবং মুফাচ্ছাল সূরা – (সূরা বাকারা থেকে হুজুরাত পর্যন্ত তেওয়ালে মুফাচ্ছাল, হুজরাত থেকে 'লাম্‌ইয়াকুন' আওছাতে মুফাচ্ছাল, লাইমইয়াকুন থেকে শেষ পর্যন্ত ক্বেছারে মুফাচ্ছাল) থেকে একটি পাঠ করবেন। তারপর শেষ রাকাতে চার তাকবীর বলে রুকু করবেন। ঐগুলো মোট নয় তাকবীর দুই ঈদের নামাযে উপস্থিত কেউ এ বক্তব্য কে অস্বীকার করলেন না। তোহফাতুল আহওয়াযী শরহে জামে-এ- তিরমিযী, ১ম খন্ড,পৃঃ ৩৭৮। প্রকাশক:-দারুল কিতাবিল আরবী, বৈরুত, লেবানন। কৃত: আহলে হাদিস এর বিশিষ্ট আলেম – মৌঃ আবদুর রহমান মুবারক পুরী।

প্রথম রাকাতে চার তাকবীর বলতে – তাকবীরে তাহরীমা -১। অতিরিক্ত তাকবীর – ৩। ১+৩=৪ দ্বিতীয় রাকাতে চার তাকবীর বলতে – অতিরিক্ত ৩- তাকবীর ও রুকু এর তাকবীর -১। ৩+১=৪। এতেও প্রমানিত হলো – ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর হলো – ছয়টি ।

হাদীস শরীফ নং – ২৪

مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا فِيْ مَسْجِدِ الْكُوْفَةِ وَمَعَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَاَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ اَبِيْ مُعَيْطٍ وَهُوَ اَمِيْرُ الْكُوْفَةِ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ اِنَّ غَدًا عِيْدُكُمْ فَكَيْفَ اَصْنَعُ فَقَالَ اَخْبِرْهُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَيْفَ يَصْنَعُ فَاَمَرَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ وَاَنْ يُكَبِّرَ فِي الْاُوْلٰى خَمْسًا وَفِي الثَّانِيَةِ اَرْبَعًا وَيُوَالِيَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ وَاَنْ يَخْطُبَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ عَلٰى رَاحِلَتِهِ-

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী (রা.) ইমাম আবু হানীফা , হাম্মাদ , ইব্রাহিম নখয়ী রাদিআল্লাহ আনহুমা এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (ইবনে মসউদ (রা.) কুফার মসজিদে বসা ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান ও হযরত আবু মুছা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহ আনহুম। অত:পর তাঁদের নিকট বেরিয়ে আসলেন ওয়ালীদ ইবনে ওকবা ইবনে আবী মুয়াইত তখন তিনি কুফার আমীর ছিলেন। তিনি বললেন নিশ্চয় আগামী কাল ঈদ। সুতরাং কিভাবে নামায আদায় করব। তখন হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) বললেন – হে আবু আবাদির রহমান (অর্থাৎ) (আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) এটা তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম) ওয়ালীদকে অবহিত করুন কিভাবে নামায আদায় করবেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ

ইবনে মসউদ (রা.) তাঁকে নির্দেশ দিলেন যেন আযান ও ইকামাত ছাড়া নামায পড়েন এবং প্রথম রাকাতে পাঁচ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে চার তাকবীর বলেন। আর যেন দুই রাকাতের কেরাতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন এবং যেন নামাযের পরে তাঁর সাওয়ারীর উপর দাঁড়িয়ে খুৎবা দান করেন। কিতাবুল আ'ছার ইমাম মুহাম্মদ (রা.), পৃষ্ঠা– ১০৩ও ১০৪
প্রকাশক :– ইদারা –এ– ফিকরে ইসলামী, দেউবন্দ, জেলা সাহারানপুর ইউ,পি। ফতহুল কবীর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা–৭৬, প্রকাশক:– দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন।
প্রথম রাকাতে পাঁচ তাকবীর – তাকবীরে তাহরীমা – ১, অতিরিক্ত –৩ ,রুকু এর তাকবীর –১। ১+৩+১=৫ । দ্বিতীয় রাকাতে চার তাকবীর – অতিরিক্ত – ৩। রুকু এর তাকবীর ১+৩+১=৪। অতএব, অতিরিক্ত তাকবীর হলো– ৬।

<u>হাদিস শরীফ নং– ২৫</u>

حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة ان ابن مسعود وابا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال لهم ان هذا العيد قد دنا فكيف التكبير قال عبد الله تبداء فتكبر تكبيرة تفتح بها الصلوة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذالك ثم تكبر وتفعل مثل ذالك ثم تكبر وتفعل مثل ذالك ثم تكبر وتفعل مثل ذالك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع ثم تقوم فتقرأ وتركع وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم محمد ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذالك ثم تكبر وتفعل مثل ذالك ثم تكبر وتفعل مثل ذالك ثم تركع
فقال حذيفة ابو موسى صدق ابو عبد الرحمن –

হযরত মুসলিম ইবনে ইব্রাহীম, হিশাম, দাস্তওয়ায়ী, হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান, ইব্রাহীম এর সূত্রে হযরত আলকামা রাদিআল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নিশ্চয়ই ওয়ালিদ ইবনে ওকবা একদা ঈদের পূর্বে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আবু মুছা আশ'আরী ও হযরত হুযায়ফা রাদিআল্লাহু আনহুম এর নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং তাঁদেরকে বললেন, নিশ্চয় এতো ঈদ নিকটে এসেছে। অতএব (ঈদের নামাযে) তাকবীর কিভাবে বলা হবে? তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, আপনি নামায আরম্ভ করতঃ তাকবীরে তাহরীমা বলুন। অত:পর আপনার রবের প্রশংসা করুন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পড়ুন, তারপর দোয়া করুন আর "তাকবীর" বলুন। তারপর আবার আল্লাহর প্রশংসা ও নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়ুন। এবং দোয়া করুন। তারপর আবার

"তাকবীর" বলুন। তারপর আবার আল্লাহর প্রশংসা ও নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দুরুদ পড়ুন এবং দোয়া করুন। তারপর "তাকবীর" বলবেন। অত:পর কেরাত পড়ুন। তারপর তাকবীর বলে রুকু করুন (এবং রাকাত শেষ করে) দাড়াঁবেন। তৎপর কেরাত পড়বেন এবং রুকু করবেন। আর আপনার রবের প্রশংসা করবেন এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দুরুদ পড়বেন। তারপর দোয়া করবেন আর "তাকবীর" বলবেন । তাকবীরের পর আবার আল্লাহর প্রশংসা ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দুরুদ পড়বেন এবং দোয়া করবেন। তারপর "তাকবীর" বলবেন, তারপর আবার আল্লাহর প্রশংসা ও নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দুরুদ পড়বেন এবং দোয়া করবেন। তারপর "তাকবীর" বলবেন। তারপর আবার আল্লাহর প্রশংসা ও রসূলপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দুরুদ পাঠ করবেন। তারপর দোয়া করবেন। তাপর তাকবীর বলে রুকুতে যাবেন। তখন হযরত হুযায়ফা ও আবু মুছা আশ'আরী রাদিআল্লাহু আনহুমা বললেন হযরত আবু আবদির রহমান সত্য বলেছেন।

জালাউল আফহাম ফীচ্ছালাতে ওয়াচ্ছালামে আলা খায়রিল আনাম কৃতঃ শামছুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর ইবনে আইয়ুব ইবনে সামাদ ইবনে হারীয আয যাররী আদ্ দেমাশকী প্রকাশ ইবনু যাইয়্যেম আল জাওযীয়া (ওফাত ৭৫১হি.) পৃষ্ঠা-৫৭ প্রকাশক আল কামতাবাতুল আছরীয়া, বৈরুত লেবনান।

আলোচ্য হাদিসেও ঈদের নামাযে প্রথম রাকাতে অতিরিক্ত তিন তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাতে অতিরিক্ত তিন তাকবীর এর কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত কিতাবের সংকলক হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। এতে প্রমাণিত হলো হানাফীদের দলীল হাম্বলীদের লিখিত কিতাবেও বিদ্যমান। আর আহলে হাদিস সম্প্রদায় ইবনু তায়মিয়া ও ইবনু কাইয়্যেমকে মানে বলে প্রচার রয়েছে।

উল্লেখ্য যে আমাদের দেশে একশ্রেণির আলেম "মীলাদের কেয়াম এর বিপক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলে থাকেন নামাযে দুরুদ শরীফ পড়ার নিয়ম হলো বসা অবস্থায়। সুতরাং সুন্নীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুরুদ শরীফ পাঠ করা শরীয়ত পরিপন্থি। তাঁদের এ বক্তব্য চরম বিভ্রান্তিকর। কারণ, আলোচ্য হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত যে, দুরুদ শরীফ দন্ডয়মান অবস্থায় পড়া জায়েয ও বৈধ। অনুরূপভাবে জানাযার নামাযেও দুরুদ শরীফ দাঁড়ানো অবস্থায় পাঠ করা হয়।

ছয় তাকবীর এর অধিক তাকবীর সম্বলিত হাদিস সমূহ

এক: হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত আবু দাউদ ও ইবনু মাজা (রাঃ) কর্তৃক সংকলিত। এতে প্রথম রাকাতে ৭ তাকবীর,দ্বিতীয় রাকাতে ৫ তাকবীর। উক্ত হাদিসের সনদ বা বর্ণনা সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে লেহইয়া সর্ম্পকে হাদিস বিশারদগণের বিরূপ মন্তব্য বিদ্যমান। তদুপুরি এর সনদে এদতেরার বিদ্যমান। অর্থাৎ বর্ণনাকারীর নামের বর্ণনায় সমস্যা রয়েছে। ইমাম দারে কুতুনী (রা.) তাঁর "ইলাল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রা.) তার লিখিত "আল ইলালুল কুবরা" কিতাবে বলেছেন যে ইমাম বুখারী (রা.) উক্ত হাদিসটিকে " দয়ীফ" বলে মন্তব্য করেছেন।

দুই: ইমাম আবু দাউদ (রা.) ও ইমাম ইবনু মাজা (রা.) হযরত আমর ইবনে আ'স থেকে

ও "বার তাকবীর" সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ঐ হাদিসের সনদে" আবুদুল্লাহ ইবনে আবদির রহমান তায়েফী নামক বর্ণনাকারী বিদ্যমান। তাঁকে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন "দয়ীফ বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম নাসায়ী (রা.) ও ইমাম আবু হাতেম (রা.) উভয়ে তায়েফী কে হাদিস বর্ণনায় শক্তিশালী নয় বলে মন্তব্য করেছেন। তোহফাতুল আহওয়াযী ১ম খন্ড পৃষ্ঠা–৩৭৭)

তিন: ইমাম তিরমিযী (রা.) কতৃক কছীর ইবনে আবদুল্লাহ্ এর সূত্রে বর্ণিত হাদিসে ও বার তাকবীর এর বর্ণনা বিদ্যমান। আর কছীর হাদিস বিশারদগণের নিকট বিতর্কিত।

চার: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে ইমাম ইবনু আবি শায়বা (রা.) তের তাকবীর সম্বলিত হাদিস বর্ণনা করেছেন। অনরূপভাবে ওনার থেকে বার তাকবীর সম্বলিত হাদিস ও বর্ণিত। অপরদিকে ইমাম আবদুর রাযযাক (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে নয় তাকবীর

অর্থাৎ প্রথম রাকাতে তাহরিমা ১। অতিরিক্ত – ৩, রুকু এর ১ দ্বিতীয় রাকাতে – অতিরিক্ত ৩ ও রুকু এর ১ তাকবীর সম্বলিত হাদিসও বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু আবি শায়বা (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বসরায় এইভাবে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর সহকারে ঈদের নামায পড়েছেন বলেও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো ওনার থেকে তের ও ছয় উভয় ধরনের হাদিস বর্ণিত।

এ পুস্তকে 'ছয় তাকবীর' এর বর্ণান সম্বলিত চব্বশটি হাদীস এবং ১২ ও ১৩ তাকবীর এর বর্ণনা সম্বলিত হাদিসগুলো এর পারস্পরিক বৈপরীত্য সম্পর্কে আল্লামা আবদুল হাই লৌখনভী বলেন–

وهذا الاختلاف الوارد فى المرفوع والاثار كلها اختلاف فى مباح كما اشار اليه محمد بقوله فما اخذت به فهو حسن فلا يجوز لاحد ان يعنف فيه على خلاف مايراه واختلاف الائمة فى ذالك انما هو اختلاف فى الراجح –

অর্থাৎ মারফু হাদিস ও মওকুফ হাদিসের মধ্যকার ভিন্নতা মূলত মুবাহ বা বৈধ বিষয়ে। যেমন এদিকে ইঙ্গিত করে হানাফি মাযহাবের অন্যতম ইমাম মুহাম্মদ (রা.) বলেছেন ঈদের নামাজের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস গুলোর থেকে তুমি যেটাই গ্রহণ পূর্বক আমল করবে, ওটাই উত্তম। অতএব, এনিয়ে এক পক্ষ অপর পক্ষের তিরস্কার করা বৈধ হবে না। ইমামগণের মতভেদ এসব হাদিস থেকে কোনটি প্রাধান্য যোগ্য তা নিয়ে। মুয়াত্তা এ ইমাম মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা– ১৩, পাদটিকা নং –২।

তাইতো আমরা হানাফীগণ ঈদের নামাযে বার তাকবীর আদায় কারীদের নামায নিয়ে কোন প্রকার বিরূপ মন্তব্য করি না। কেননা ওটাও হাদিসে প্রমাণিত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আহলে হাদিস তথা লা– মাযহাবী বা গায়রে মুকাল্লেদীন সম্প্রদায় হানাফী মুসলমানদের ঈদের নামাযের "অতিরিক্ত ছয় তাকবীর" নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াতে লিপ্ত। আশা করি আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসে তাদের বিভ্রান্তি অপনোদনে ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ্।

বিঃদ্রঃ- যে হাদিসের সনদ বা বর্ণনা সূত্র রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। তাকে "মারফু হাদিস" বলা হয়। যে হাদিস এর "সনদ" কোন সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়, তাকে "মওকুফ হাদীস" বলা হয়।

হানাফী মাযহাব-এর মত পালনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে সহজ

দুই ঈদের নামাযের তাকবির সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত সংখ্যা ৯,১২ ও ১৩। তন্মধ্যে হানাফী মাযহাবের ইমাম পত্র ৯ সংখ্যা সম্বলীত হাদীস শরীফ সমূহের আলোকে "অতিরিক্ত তাকবীর" প্রত্যেক রাকাতে তিনটি হিসেবে স্থির করেছেন। এ যাবৎ বিশ্বব্যাপী হানাফী মুসলমানগণ ওভাবেই আমল করে আসছেন। "অতিরিক্ত তাকবীর" ছয়টি হবার পক্ষে অত্র পুস্তিকায় ২৪টি হাদিস শরীফ পেশ করা হয়েছে। সাথে সাথে এও বলা যায় যে, প্রত্যেক রাকাতে "অতিরিক্ত তাকবীর" তিনটি করে পালন করা তুলনামূলক ভাবে সহজ। কারণ, নামাযে মনে রাখা ছাড়া অন্যভাবে গণনা করার সুযোগ নেই। মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান কারী অনেকে আমাকে বলেছেন- ওখানে প্রায় প্রত্যেক বৎসর ইমাম সাহেবানগণ তাকবীর গণনায় ভুল করে বসেন। কারণ, তাঁরা অন্য তিন মাযহাবের কোন একটির অনুসারী হিসেবে ঈদের নামাযে বার তাকবীর এর হাদিস শরীফ মোতাবেক আমল করে থাকেন।

একটি আপত্তির জবাবঃ

হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে কেউ এ আপত্তি তুলতে পারেন যে, হানাফীদের "ছয় তাকবীর" এর পক্ষে "মারফু হাদিস" নেই। বরং হানাফীগণ "মওকুফ" হাদিসের উপর আমল করছে। তার জবাব দু'ভাবে দেয়া যায়। এক:- এ পুস্তিকায় একাধিক "মারফু হাদিস"ও পেশ করা হয়েছে। দুই:- নামাযের মত ইবাদাতের বিষয়ে কোন সাহাবী থেকে হাদিস বর্ণিত হলেও তা "উসুলে হাদিস" এর আলোকে মারফু-এ-হুকমী হিসেবেই বিবেচ্য। অর্থাৎ কোন সাহাবী যদি এমন কোন বিষয়ের বর্ণনা দেন যা "কেয়াস" বা "ইজতিহাদের" ভিত্তিতে বলার সুযোগ নেই, তখন ঐ হাদিসটি সনদ বা বর্ণনা সূত্রের দিক থেকে "মাওকুফ" হলেও কার্যতঃ "মারফু-এ-হুকমী" হিসেবে বিবেচিত হবে। এ বিষয়টি "উসুলের হাদিসের" সব কিতাবে বর্ণিত আছে। "আহলে হাদিস" সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট আলেম আবদুর রহমান মুবারকপুরী ও তাঁর লিখিত "তোহফাতুল আহওয়াযী শরহে জামে তিরমিযীতে এ ধরনের মতামত ঈদের তাকবীরে বর্ণিত মওকুফ হাদিস সম্পর্কে পেশ করেছেন। ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর এর বিষয়টিও "কেয়াস" বা ইজতিহাদ এর ভিত্তিতে সমাধান যোগ্য বিষয় নয়। সুতরাং, এতদবিষয়ে বর্ণিত কোন হাদিস "সনদ" বা বর্ণনা সূত্রের দিক থেকে "মওকুফ" হলেও তা বস্তুতঃ মরফু-এ-হুকমী" হিসেবে বিবেচিত।

শেষ কথাঃ হানাফি মাযহাবের অন্যতম মুজতাহিদ। হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী (রা.) এর পবিত্র উক্তির মাধ্যমে সমাপ্তি টানছি তিনি বলেন

قد اختلف الناس فى التكبير فى العيدين فما اخذت به فهو حسن وافضل ذلك عند نا ما

رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ انه كَانَ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ عِيْدٍ تِسْعًا خَمْسًا وَاَرْبَعًا فِيْهِمَا تَكْبِيْرَةُ الْاِفْتِتَاحِ وَتَكْبِيْرَتَا الرُّكُوْعِ وَيُوَالِيْ بَيْنَ الْقِرَاَتَيْنِ وَيُؤَخِّرُهَا فِي الْاُوْلٰى وَيُقَدِّمُهَا فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ قَوْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ-

অর্থাৎ ইমাম মুজতাহিদগণ দুই ঈদের তাকবীর নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষন করেন। এর মধ্যে তুমি যেটাই গ্রহণ করবে সেটা উত্তম। তার মধ্যে আমাদের মতে ওটা সর্বোত্তম যা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক ঈদের নামাযে নয় তাকবীর করে আদায় করতেন। প্রথম রাকাতে পাঁচ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাতে চার তাকবীর আদায় করতেন। এ নয় তাকবীরে- তাকবীরে তাহরীমা ও দুই রুকু এর দুই তাকবীর ও অন্তভূর্ক্ত। আর তিনি দুই রাকাতের কেরাতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেন। অর্থাৎ প্রথম রাকাতের অতিরিক্ত তাকবীর এর পর কেরাত পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে অতিরিক্ত তাকবীর এর আগে কেরাত পড়তেন। আর এটাই হচ্ছে ইমাম আবু হানাফি রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে এর মত।

মুয়াত্তা -এ- ইমাম মুহাম্মদ (রহ.), পৃষ্ঠা -১৩৮

اخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين - والصلوة والسلام على امام الانبياء والمرسلين وعلى اله اصحبه وعلى اتباعهم خاصة على امامنا الاعظم ابى حنيفة نعمان بن ثابت امام المسلمين-

লেখকের আরও প্রকাশিত বই সমূহ

১। ওলী আল্লাহর ওসীলায় খোদার রহমত।
২। ছায়া বিহীন নবীর কায়া।
৩। ওহাবী চিন্তাধারা ।
৪। কানযুল ঈরফান ও মুখতারুত তাফাসীর।
৫। কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামের মূলধারা ও বাতিল ফেরকা।
৬। হাদিসের আলোকে নামাযে আমীন বলার বিধান।

প্রাপ্তি স্থান

১। আল মদিনা কুতুবখানা,
মসজিদ মার্কেট, (২য় তলা) আন্দরকিল্লা।

২। মুহাম্মদীয়া কুতুবখানা,
মসজিদ মার্কেট, (২য় তলা) আন্দরকিল্লা।

৩। জাগরণ প্রকাশনী,
আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

৪। ছোবহানিয়া আলীয়া কামিল (এম.এ.) মাদ্‌রাসা
৩১৫, আছাদগঞ্জ রোড, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।